জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সিলেট
পত্র ৭৭ তারিখ ৩/৪/১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর
১১১-১১৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০।
www.ccie.gov.bd

গণবিজ্ঞপ্তি নং- ০২(২০১৫-২০১৮)/আমদানি
(আমদানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ)

তারিখঃ ১৭ চৈত্র ১৪২২
৩১ মার্চ ২০১৬

আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৮ এর অনুচ্ছেদ ২৬ (১৫) এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, এ গণবিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ ৬ এ বর্ণিত শর্তাবলী ও আমদানি নীতি আদেশের বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন সাপেক্ষে (শিল্প খাতে নিবন্ধিত আমদানিকারক ব্যতীত) সকল নিবন্ধিত আমদানিকারকগণের মধ্য হতে অনুচ্ছেদ ২ এ বর্ণিত জেলার নিবন্ধিত আমদানিকারকগণ কর্তৃক ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে নগদ বৈদেশিক মুদ্রার আওতায় সংশ্লিষ্ট আমদানি ও রপ্তানি আঞ্চলিক দপ্তর হতে ইস্যুকৃত পুর্বানুমতিপত্রের ভিত্তিতে পুরাতন কাপড় আমদানি করা যাবে।

২। **জেলাওয়ারি জনসংখ্যার ভিত্তিতে পুরাতন কাপড়ের আমদানিকারক নির্বাচনঃ-**

(১) জনসংখ্যার ভিত্তিতে সমগ্র বাংলাদেশের জেলা কোটায় মোট ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) জন আমদানিকারক জেলা কমিটি কর্তৃক প্রকাশ্য লটারির মাধ্যমে নির্বাচন করা হবে। এই শ্রেণীর আমদানিকারকদের জন্য জেলাওয়ারি সংখ্যা (কোটা) নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক	সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক আমদানি ও রপ্তানি দপ্তরের নাম	সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের আওতাধীন জেলার নাম	আমদানিকারকের সংখ্যা (কোটা)
১	২	৩	৪
১	আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ঢাকা।	(১) ঢাকা মহানগরীসহ ঢাকা জেলা	৪০১
		(২) গাজীপুর	১১৪
		(৩) মানিকগঞ্জ	৪৯
		(৪) মুন্সীগঞ্জ	৪৮
		(৫) নরসিংদী	৭৭
		(৬) নারায়ণগঞ্জ	৯২
		(৭) ফরিদপুর	৬৭
		(৮) রাজবাড়ী	৩৭
		(৯) গোপালগঞ্জ	৪৩
		(১০) মাদারীপুর	৪১
		(১১) শরিয়তপুর	৪২
		(১২) টাঙ্গাইল	১২৮
		মোট	১১৩৯
২	আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, চট্টগ্রাম।	(১৩) চট্টগ্রাম	২৫৬
		(১৪) কক্সবাজার	৭৬
		(১৫) বান্দরবান	১৮
		(১৬) খাগড়াছড়ি	২২
		(১৭) রাংগামাটি	২০
		(১৮) ফেনী	৪৬
		(১৯) লক্ষ্মীপুর	৬১
		(২০) নোয়াখালী	১০৯
		মোট	৬০৮
৩	আমদানি ও রপ্তানি যুগ্ম-নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, খুলনা।	(২১) যশোর	৯৬
		(২২) ঝিনাইদহ	৬১
		(২৩) মাগুরা	৩১
		(২৪) নড়াইল	২৫
		(২৫) বাগেরহাট	৫৫
		(২৬) খুলনা	৮৩
		(২৭) সাতক্ষীরা	৭৩
		(২৮) চুয়াডাংগা	৩৯
		(২৯) কুষ্টিয়া	৬৭
		(৩০) মেহেরপুর	২৩
		মোট	৫৫৩
৪	আমদানি ও রপ্তানি যুগ্ম-নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, রাজশাহী।	(৩১) নাটোর	৬০
		(৩২) চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৫৭
		(৩৩) রাজশাহী	৮৭
		মোট	২০৪

চলমান পাতা-২

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক আমদানি ও রপ্তানি দপ্তরের নাম	সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের আওতাধীন জেলার নাম	আমদানিকারকের সংখ্যা (কোটা)
১	২	৩	৪
৫	আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, বরিশাল।	(৩৪) বরিশাল	৮৪
		(৩৫) ঝালকাঠী	২৫
		(৩৬) পিরোজপুর	৪০
		(৩৭) পটুয়াখালী	৫৮
		(৩৮) বরগুনা	৩২
		(৩৯) ভোলা	৬৬
		মোট	৩০৫
৬	আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, সিলেট।	(৪০) হবিগঞ্জ	৭০
		(৪১) মৌলভীবাজার	৬২
		(৪২) সুনামগঞ্জ	৮৫
		(৪৩) সিলেট	১১২
		মোট	৩২৯
৭	আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, কুমিল্লা।	(৪৪) ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	৯৭
		(৪৫) চাঁদপুর	৮৬
		(৪৬) কুমিল্লা	১৮৮
		মোট	৩৭১
৮	আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, দিনাজপুর।	(৪৭) দিনাজপুর	১০৩
		(৪৮) পঞ্চগড়	৩৬
		(৪৯) ঠাকুরগাঁও	৪৯
		মোট	১৮৮
৯	আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ময়মনসিংহ।	(৫০) জামালপুর	৮৩
		(৫১) শেরপুর	৪৯
		(৫২) কিশোরগঞ্জ	১০২ (ভৈরব বাজারসহ)
		(৫৩) ময়মনসিংহ	১৮৩
		(৫৪) নেত্রকোনা	৭৯
		মোট	৪৯৬
১০	আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, পাবনা।	(৫৫) পাবনা	৯১
১১	আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, রংপুর।	(৫৬) গাইবান্ধা	৮৪
		(৫৭) কুড়িগ্রাম	৭৪
		(৫৮) লালমনিরহাট	৪২
		(৫৯) নীলফামারী	৬৫
		(৬০) রংপুর	১০২
		মোট	৪৫৮
১২	আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, বগুড়া।	(৬১) বগুড়া	১২০
		(৬২) জয়পুরহাট	৩২
		মোট	১৫২
১৩	আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, নওগাঁ।	(৬৩) নওগাঁ	৯০
১৪	আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, সিরাজগঞ্জ।	(৬৪) সিরাজগঞ্জ	১১১
		সর্বমোট=	৫,০০০ (পাঁচ হাজার)

(২) জেলা কমিটি নিম্নোক্ত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হবেঃ-

(ক) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক.. আহবায়ক।

(খ) স্থানীয় শিল্প ও বণিক সমিতির একজন প্রতিনিধি.......... সদস্য।

(গ) প্রধান আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের একজন প্রতিনিধি.... সদস্য সচিব।

৩। সংশ্লিষ্ট আমদানিকারকগণের আইআরসি অনুসারে রেকর্ডকৃত ঠিকানা যে জেলার আওতাধীন হবে কেবলমাত্র সে জেলার নির্ধারিত কোটার মধ্যেই পুরাতন কাপড়ের আমদানিকারক হিসাবে নির্বাচনের জন্য তারা আবেদন করতে পারবেন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের দপ্তরেই তাদেরকে দরখাস্ত দাখিল করতে হবে। ঢাকা মহানগরীর আবেদনকারীগণকে ঢাকা জেলা প্রশাসকের দপ্তরে এবং ভৈরব বাজারের আবেদনকারীগণকে কিশোরগঞ্জের জেলা প্রশাসকের দপ্তরে দরখাস্ত দাখিল করতে হবে।

৪। প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন ও আগ্রহী আমদানিকারকগণ আগামী **২৫ এপ্রিল ২০১৬** তারিখের মধ্যে নিম্নের ছক অনুসারে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অফিস চলাকালীন সময়ে পুরাতন কাপড়ের আমদানিকারক হিসাবে নির্বাচনের জন্য আবেদনপত্র দাখিল করতে পারবেন।

চলমান পাতা-৩

''দরখাস্তের ছক''

(১) (ক) আবেদনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম (নিবন্ধন সনদপত্র অনুযায়ী):-
(খ) নিবন্ধন সনদপত্র নম্বর এবং আমদানিকারকের শ্রেণী:-

(২) (ক) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের স্বত্ত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপনা অংশীদারের নাম:-
(খ) উপরের (ক)-তে উল্লিখিত ব্যক্তির পিতার নাম:-

(৩) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা (নিবন্ধন সনদপত্র অনুযায়ী):-

(৪) ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের জন্য বৈধ ট্রেড ল্যাইসেন্সের সত্যায়িত ফটোকপি;

(৫) নিবন্ধন সনদপত্রের সত্যায়িত কপিসহ "২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত নিবন্ধন সনদপত্র যথাযথভাবে নবায়িত হয়েছে এবং ২০১০-২০১১ অর্থ বছর হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর পর্যন্ত নিবন্ধন সনদপত্র ইস্যু/নবায়ন বাবদ প্রদেয় ফি এর উপর ১৫% হারে মূসক আদায় করা হয়েছে" এই মর্মে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক আমদানি ও রপ্তানি দপ্তর কর্তৃক নবায়ন বই-এ পৃষ্ঠাংকনের সত্যায়িত কপি দাখিল করতে হবে;

(৬) আয়কর দাতা হিসাবে TIN/e-TIN দাখিল করতে হবে;

(৭) বর্তমান আমদানি নীতি আদেশের অনুচ্ছেদ ২৯ (১) এর বিধান অনুসারে (সকল আমদানিকারককে স্বীকৃত শিল্প ও বণিক সমিতির অথবা সমগ্র বাংলাদেশভিত্তিক তার নিজ ব্যবসার প্রতিনিধিত্বকারী সংশ্লিষ্ট ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করতে হবে) ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের জন্য সদস্য মর্মে প্রত্যায়নপত্রের সত্যায়িত ফটোকপিঃ-

(৮) মনোনীত ব্যাংকের নাম ও ঠিকানাঃ-

(৯) পৃথক কাগজে আবেদনকারীর ৫ (পাঁচ) টি নমুনা স্বাক্ষর (মনোনীত ব্যাংকের ম্যানেজার/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নামের সীল স্বাক্ষরসহ যথাযথভাবে সত্যায়িত):-

তারিখঃ | আবেদনকারীর স্বাক্ষরঃ
স্থানঃ | নামঃ
পদবীঃ

(বিঃ দ্রঃ উপর্যুক্ত ''দরখাস্তের ছক'' এ বর্ণিত কাগজপত্র আবেদনকারীর মনোনীত ব্যাংকের ম্যানেজার/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা যে কোন গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত করে দাখিল করতে হবে। তবে ছকের ক্রমিক-৮ এ বর্ণিত নমুনা স্বাক্ষর কেবলমাত্র আবেদনকারীর মনোনীত ব্যাংকের ম্যানেজার/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক যথাযথভাবে সত্যায়িত করে দাখিল করতে হবে)।

৫। পুরাতন কাপড় আমদানির জন্য প্রাপ্ত দরখাস্তসমূহ জেলা প্রশাসকের দপ্তর গ্রহণের ক্রমিক ও তারিখ অনুসারে একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবেন। প্রাপ্ত এইরূপ সকল দরখাস্ত জেলা কমিটি কর্তৃক বাছাই করবে এবং বাছাইকৃত বৈধ আবেদনপত্রসমূহের মধ্য হতে জেলা কমিটি কর্তৃক **প্রকাশ্য লটারির মাধ্যমে** পুরাতন কাপড়ের প্রয়োজনীয় সংখ্যক আমদানিকারক নির্বাচন করা হবে। নির্বাচনের পর পরই জেলা কমিটিসমূহ নির্বাচিত আমদানিকারকদের নাম, ঠিকানা, আইআরসি নম্বর, ব্যাংকের নাম ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত একটি তালিকা **০৮ মে ২০১৬** তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক আমদানি ও রপ্তানি দপ্তরের নিকট প্রেরণ করবে। উক্ত তালিকার ১টি স্বাক্ষরিত অনুলিপি প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ১১১-১১৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ এর বরাবরে প্রেরণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক আমদানি ও রপ্তানি দপ্তর সর্বশেষ **২২ মে ২০১৬** তারিখের মধ্যে পুর্বানুমতি পত্র জারি সম্পন্ন করবেন।

৬। <u>২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে পুরাতন কাপড় আমদানির জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবেঃ-</u>

(১) কেবল কম্বল, সুয়েটার, লেডিস কার্ডিগ্যান, জিপার জ্যাকেটসহ পুরুষের জ্যাকেট, পুরুষের ট্রাউজার এবং সিনথেটিক ও ব্লেন্ডেড কাপড়ের শার্ট পুরাতন কাপড় হিসাবে আমদানিযোগ্য হবে। অন্য কোন প্রকার পুরাতন কাপড় আমদানি করা যাবে না।

(২) প্রত্যেক আমদানিকারকের হিস্যা অনুর্ধ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা হবে, তবে শর্ত থাকে যে, আমদানিকৃত পুরাতন কাপড়ের মূল্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত মূল্যের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে। উল্লিখিত হিস্যার মধ্যে পুরাতন কাপড় আমদানির সর্বোচ্চ পরিমাণ নিম্নে সংশ্লিষ্ট পণ্যের পার্শ্বে বর্ণিত ওজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবেঃ

(ক) কম্বল - ২ (দুই) মেঃ টন।
(খ) সুয়েটার - ৬ (ছয়) মেঃ টন।
(গ) লেডিস কার্ডিগ্যান - ৬ (ছয়) মেঃ টন।
(ঘ) জীপার জ্যাকেটসহ পুরুষের জ্যাকেট - ৬ (ছয়) মেঃ টন।
(ঙ) পুরুষের ট্রাউজার - ৬ (ছয়) মেঃ টন।
(চ) সিনথেটি ও ব্লেন্ডেড কাপড়ের শার্ট - ২ (দুই) মেঃ টন।

কোন একজন আমদানিকারক উল্লিখিত ছয় (৬) টি পণ্যের মধ্যে একাধিক পণ্য আমদানি করতে চাইলে সেক্ষেত্রে তার প্রাপ্য ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকার সামগ্রিক হিস্যার মধ্যে সংশ্লিষ্ট পণ্যগুলোর মূল্যের আনুপাতিক হারে নিরূপিত ওজনের মধ্যেই সেগুলোর আমদানি সীমাবদ্ধ থাকবে।

(৩) পুরাতন/পরিত্যাক্ত কাপড় আমদানির মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে যাতে কোন প্রকার রোগ-জীবানু প্রবেশ করতে না পারে সে লক্ষ্যে আমদানিতব্য পুরাতন কাপড় যথাযথ প্রক্রিয়ায় রোগ-জীবানুমুক্তকরণ সংক্রান্ত রপ্তানিকারক দেশের স্বাস্থ্য/সেনিটারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সনদ আমদানি সংশ্লিষ্ট দলিলাদির সাথে বাধ্যতামূলকভাবে শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে।

(৪) পুরাতন কাপড়ের সকল চালানের সংগে রপ্তানিকারক দেশের শিল্প ও বণিক সমিতি হতে এ মর্মে একটি সদনপত্র দাখিল করতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট চালানের মধ্যে আমদানি নিষিদ্ধ কোন পণ্য নেই।

(৫) একজন আমদানিকারক ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে পুরাতন কাপড় আমদানির জন্য একাধিক হিস্যা পাবে না অর্থাৎ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকার বেশী মূল্যের পণ্য আমদানি করতে পারবে না।

(৬) কেবলমাত্র নগদ বৈদেশিক মুদ্রার অধীনে পুরাতন কাপড় আমদানি করা যাবে।

(৭) আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৮ এর ২৬ (১৫) অনুচ্ছেদে বর্ণিত এতদসংক্রান্ত অন্যান্য সকল শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে।

(৮) ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে পুরাতন কাপড় আমদানির জন্য **১২ জুন ২০১৬** তারিখের মধ্যে ঋণপত্র খুলতে হবে এবং **০২ অক্টোবর ২০১৬** তারিখের মধ্যে পণ্য জাহাজীকরণ করতে হবে।

(৯) নির্বাচিত সকল আমদানিকারক আমদানিকৃত পুরাতন কাপড় নিজ নিজ জেলায় নিয়ে বিক্রয় করতে বাধ্য থাকবেন। এ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে।

চলমান পাতা-৪

(১০) নির্বাচিত আমদানিকারকদের অনুকূলে আঞ্চলিক আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ দপ্তর কর্তৃক ইস্যুকৃত পুর্বানুমতিপত্রে মনোনীত ব্যাংকের নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করে দেয়া হবে এবং কেবলমাত্র উল্লিখিত ব্যাংক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট আমদানিকারকের অনুকূলে এলসিএ ফরম ইস্যু করা হবে। ইস্যুকৃত এলসিএ ফরমের বিবরণ ব্যাংক কর্তৃক আমদানিকারকের আইআরসি-তে (আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র) যথাযথভাবে রেকর্ড করতে হবে এবং আমদানিকারকের আইআরসি-তে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সীল, স্বাক্ষরসহ নিম্নরূপ একটি রাবার ষ্ট্যাম্প প্রদান করবেনঃ

''পুর্বানুমতি পত্র নং- .... তারিখ .... এর ভিত্তিতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে পুরাতন কাপড় আমদানির জন্য ঋণপত্র খুলতে দেয়া হলো।''

(১১) যে সকল আমদানিকারক ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে পুরাতন কাপড় আমদানির যোগ্যতা অর্জন করবেন, তারা বর্তমান আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৮ এর পরিশিষ্ট-২ এ উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসারে যৌথভাবে আমদানির জন্য গোষ্ঠীভুক্ত হতে পারবেন।

(১২) যদি কোন আমদানিকারক অথবা ঋণপত্র প্রতিষ্ঠাকারী ব্যাংক কর্তৃক তথ্য গোপন করে মিথ্যাচারের মাধ্যমে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে পুরাতন কাপড় আমদানির জন্য নির্দিষ্ট আমদানিযোগ্য ৬ (ছয়) প্রকারের পুরাতন কাপড় ব্যতিরেকে অন্য কোন কাপড় কিংবা পণ্য আমদানি করা হলে শুল্ক কর্তৃপক্ষ বে-আইনীভাবে আমদানিকৃত পণ্য বাজেয়াপ্ত করবে। বে-আইনী কার্যক্রমের জন্য দায়ী আমদানিকারক ও ঋণপত্র প্রতিষ্ঠাকারী ব্যাংকের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭। <u>ঋণপত্র খোলার সাপ্তাহিক বিবরণঃ-</u>

(১) যে সকল ব্যাংক ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে এ গণবিজ্ঞপ্তির আওতায় পুরাতন কাপড় আমদানির জন্য ঋণপত্র খুলবে তারা নিম্নরূপ ছক অনুযায়ী আমদানিকারকদের সাপ্তাহিক বিবরণী সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক আমদানি ও রপ্তানি দপ্তরে প্রেরণ করবে।

<u>''ছক''</u>

ক্রমিক নং	আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা (যৌথ আমদানির ক্ষেত্রে দলপতি এবং সকল সদস্যের বিবরণ দিতে হবে)	আইআরসি নম্বর	ঋণপত্রের নম্বর ও তারিখ	ঋণপত্রের মূল্য	পুর্বানুমতিপত্রের নম্বর ও তারিখ (ইস্যুকারী দপ্তরের নামসহ)
১	২	৩	৪	৫	৬

(২) যৌথ আমদানির ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত ছক অনুযায়ী ঋণপত্রের সাপ্তাহিক বিবরণীর একটি সত্যায়িত অনুলিপি সরাসরি আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

৩১-০৩-১৬

(নন্দন কুমার বনিক)
উপ-নিয়ন্ত্রক
আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের পক্ষে, ঢাকা।
controller.chief@yahoo.com
ফোনঃ ৯৫৫২৩৭৩